ভোরের কাগজ
তারিখ SEP 04 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

17

সাক্ষরতার আলো ছড়ায়

অক্ষর সম্পন্ন মানুষকে আমরা সাক্ষর বা লেখাপড়া জানা লোক হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু সেই সাক্ষর মানুষ কতোটা সম্পন্ন— তা পরিমাপের কিছু সূচক রয়েছে। সময়ে সময়ে এসব সূচক ও সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটছে। এখন আর লেখাপড়া ও হিসাব কষতে পারলেই সাক্ষর বলা যাবে না। এ ধারণা ছাপিয়ে বর্তমানে বলা হচ্ছে— নিরক্ষরগণ শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্জিত সাক্ষরতায় দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ দক্ষতা প্রয়োগে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটাবে। এখানেই সাক্ষরতার উন্নয়ন। তবেই সার্থকতা পাবে সাক্ষরতা আন্দোলন।

সাক্ষরতার আন্দোলন, সাক্ষরতা প্রকল্পে রূপ নিয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণীত শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে দেশে সাক্ষরতা প্রকল্প চালু রয়েছে। পূর্বে এ সবই সীমিত পরিসরে গবেষণা পর্যায়ের ছিল। সাক্ষরতার পথে সৃষ্টি হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকার এ ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে— ২০০০ সালে ৬২% সাক্ষরতার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ২০০৬ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করার অঙ্গীকার রয়েছে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৫৭%-এরও বেশি।

শিক্ষার্থীদের জন্য শুধুমাত্র মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেই চলবে না। অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখতে হবে। নইলে 'অনাভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস' হবে। 'ডিএনএফই' সাক্ষরতায় অর্জিত দক্ষতা কার্যোপযোগী করতে চায়। যার মাধ্যমে দেশে একটি সুশীল সমাজ গড়ে উঠবে। অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতি সঞ্চার করবে। এ উদ্দেশে ডিএনএফই ৯৫০টি গ্রাম মিলন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এ সব গ্রাম মিলন কেন্দ্র মৌলিক সাক্ষরতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়াও স্থানীয় স্বল্প শিক্ষিতদের জন্যও ব্যবহার উপযোগী। এ সব গ্রাম মিলন কেন্দ্রে অব্যাহত শিক্ষার অনুসারক গ্রন্থ উপকরণ ছাড়াও দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও খেলাধুলার সামগ্রী নব্য সাক্ষরদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনভর সাক্ষরতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ডিএনএফই'র এক নিরীক্ষায় জানা গেছে, সাক্ষরদের মধ্যে ক. যোগাযোগ দক্ষতা, খ. ক্ষমতায়ন দক্ষতা, গ. জীবন নির্বাহীসূচক দক্ষতা সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অধিকাংশ মানুষের শিক্ষা — গণশিক্ষা। বহতা নদীর মতো এর গতি-প্রকৃতি জনগণের সঙ্গে এগিয়ে যাবে।

শ্রদ্ধেয়জন পাওলো ফ্রেইরি বলেছেন— 'জনগণের জন্য নয়, জনগণের সঙ্গে'। আশা করি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সে পথেই এগিয়ে যাবে। ২০০৬ সাল নাগাদ বছরের প্রতিটি ৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' হবে আমাদের অগ্রগতির একেকটি মাইল ফলক।

❑ জহিরুল আলম বাদল